বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

SME
BANKING

রূপালী ব্যাংকের এসএমই ঋণ
ব্যবসায় আনবে শুভদিন

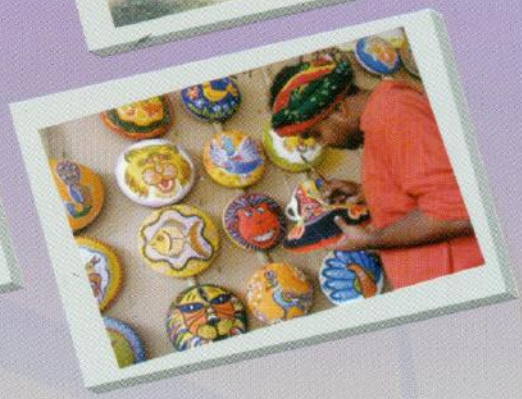

২০ কোটি টাকা পর্যন্ত এসএমই ঋণ দেয়া হয়

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৭

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	:	নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপদেষ্টা	:	মো: সোহরাব হোসাইন সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	মো: নূরুল আমিন (অতিরিক্ত সচিব) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
সম্পাদনা পরিষদ	:	মো: শাহাদাত হোসেন মজুমদার পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মো: আবুল ইসলাম উপ পরিচালক (উপ-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ড. মুহম্মদ মনিরুল হক সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বেনজন চাম্বুগং সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
প্রকাশকাল	:	অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
মুদ্রণ সৌজন্য	:	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
ডিজাইন ও মুদ্রণ	:	ডিজাইন টাচ

বাণী

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের জন্য দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ কারণে বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে পিতা-মাতা/অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এর অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে।

ট্রাস্ট তহবিলের অর্থে উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) থেকে সিডমানি হিসেবে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. করা হয়েছে। উক্ত সিডমানির লভ্যাংশ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে স্নাতক ও ফাযিল পর্যায়ে কেবল নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে এই উপবৃত্তি কার্যক্রমে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তার জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। ট্রাস্ট এর উদ্যোগে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়ে থাকে।

দেশের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. বা পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হবে। প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি ট্রাস্ট থেকে'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শিরোনামে গবেষণা জার্নাল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রদানকৃত বৃত্তি, মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তির তথ্যসংবলিত পুস্তিকা, ট্রাস্ট এর পরিচিতি সম্পর্কিত পুস্তিকা (Brochure) এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত পোস্টার প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ ট্রাস্ট থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৪৭,৮৩৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৪,২৪,৩২,৯৮০.০০ (একশ চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং ট্রাস্ট এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি.)

বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর আওতায় এ ট্রাস্টকে সিডমানি হিসেবে সরকার ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা প্রদান করে, যা সরকারি তফসিলি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. (F.D.R.) করা হয়েছে। উক্ত এফ.ডি.আর. থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ ট্রাস্ট থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৪৭,৮৩৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৪,২৪,৩২,৯৮০.০০ (একশ চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে।

উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীর চিকিৎসার জন্য সহায়তা প্রদান করে। ভর্তির আর্থিক সহযোগিতা বাবদ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৯১ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ২,১১,০০০/- টাকা এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতের চিকিৎসা বাবদ ১,০৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে নারীশিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণীসম্বলিত পাঁচ রকমের ৬০ (ষাট) হাজার পোস্টার ছাপানো হয়েছে এবং সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রাস্ট এর উদ্যোগে 'নারীশিক্ষা অব্যাহত এবং নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার লক্ষ্যে করণীয়' বিষয়ক কর্মশালা জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. বা পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হবে। প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার পাশাপাশি ট্রাস্ট এর উদ্যোগে 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শিরোনামে গবেষণা জার্নাল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রদানকৃত বৃত্তি, মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তির তথ্যসংবলিত পুস্তিকা (Brochure), ট্রাস্ট এর পরিচিতি সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট শিক্ষাসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অকান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সোহরাব

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

মুখবন্ধ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন "শিক্ষাকে আমরা খরচ মনে করি না। আমি মনে করি এটি বিনিয়োগ; জাতিকে গড়ে তোলার বিনিয়োগ।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী যেন পিতা-মাতা/অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ তথা সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠিত হয়েছে। ট্রাস্ট আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। ট্রাস্ট আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি।

ট্রাস্ট তহবিলের অর্থে উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জি.ও.বি. থেকে সিডমানি হিসেবে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. করা হয়েছে। উক্ত সিডমানির লভ্যাংশ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে স্নাতক ও ফাযিল পর্যায়ে কেবল নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে এই উপবৃত্তি কার্যক্রমে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ট্রাস্ট থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের মোট মোট ২,৪৭,৮৩৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৪,২৪,৭৫,৪৬০ (একশ চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত ষাট) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে একযুগে ১৩৪,২৪,৩২,৯৮০.০০ টাকা উপবৃত্তি বিতরণ করেন।

উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তার জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। ট্রাস্ট এর উদ্যোগে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়, নারীশিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার লক্ষ্যে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজন করা করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালা জেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় জেলাসদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কর্মশালায় ৩ জন গবেষণা ব্যক্তিত্ব তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় সংবাদকর্মী, এন.জি.ও কর্মকর্তা কর্মশালায় তাদের মতামত পেশ করেন। এছাড়াও মাননীয় মুখ্য সচিব মো: আবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো: সোহরাব হোসাইন, জেলা প্রশাসক, কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশ প্রণয়ন করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অফিস-দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি কোর্সে নিবন্ধিত গবেষককে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বৃত্তি প্রদান করা হবে। প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি ট্রাস্ট থেকে'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শিরোনামে গবেষণা জার্নাল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রদানকৃত বৃত্তি, মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তির তথ্যসংবলিত পুস্তিকা, ট্রাস্ট এর পরিচিতি সম্পর্কিত পুস্তিকা (Brochure) এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত পোস্টার প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় এবং নির্দেশনা, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড এবং শিক্ষা সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা আমাদের এ পর্যন্ত পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অকান্ত পরিশ্রম করেছেন ও মেধা প্রয়োগ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মো: নূরুল আমিন)

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

পটভূমি ও কার্যাবলি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠনের পটভূমি ০৮
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ড ০৯
জনবল সৃষ্টি ও পদায়ন ১০
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্গানোগ্রাম ১১
অনুমোদিত জনবল ১২
ট্রাস্ট এর কার্যাবলি ১২
উপদেষ্টা পরিষদের সভা ১৩
ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা ১৩

উপবৃত্তি ও অন্যান্য কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ১৪
স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি বিতরণ ১৪-১৬
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রদানকৃত মেধাবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তির তথ্য ১৭
দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান ১৭
গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান ১৭
রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ১৭
কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ ১৮
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত পোস্টার প্রকাশ ১৮
ট্রাস্ট এর তহবিল সংগ্রহ বিষয়ক সভা ১৮
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ট্রাস্ট এর জন্য তহবিল সংগ্রহ ১৯
জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন ২১

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর তহবিল ও হিসাব

স্থায়ী তহবিলের বিবরণ ২৩
ট্রাস্ট এর মোট স্থিতি ২৩
উপবৃত্তির খরচ/ব্যয় বিবরণী ২৩
২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ২৩
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটের ব্যয় বিবরণী ২৪

কর্মশালা ও সচিত্র প্রতিবেদন

কর্মশালার আয়োজন ও সুপারিশসমূহ ২৫-২৯
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং ট্রাস্ট এর বিভিন্ন ছবি ৩০-৪০

পটভূমি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠনের পটভূমি

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০/৪/২০১০ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ফান্ড গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৭/০৮/২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপনে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৯/০৮/২০১০ তারিখের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি টেকনিক্যাল উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে (০৫) পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১/০১/২০১১ তারিখের পত্রে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, নীতিমালা ও আইনের খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১' প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ০৬/০৩/২০১১ খ্রি. তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বরাবরে একটি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করেন। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১" এর খসড়া প্রণয়ন করে Rules of Business, ১৯৯৬ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত প্রণীত খসড়া আইনটি ১২/০৯/২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১' গত ১২/১২/২০১১খ্রি. তারিখে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১১ মার্চ, ২০১২ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২" পাস হয়। সংবিধানের ৮০(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখে উক্ত বিলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং একই তারিখে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২' বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ট্রাস্ট আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্ট এর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি।

উপদেষ্টা পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২' এর ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্ট এর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন মন্ত্রী, যিনি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি।

উপদেষ্টা পরিষদ (পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট)

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা পরিষদ।
২. মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ট্রাস্টি বোর্ড (তেইশ সদস্যবিশিষ্ট)

১. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড।
২. মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও সহ-সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
৬. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, অর্থবিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১২. সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফ.বি.সি.সি.আই.), মতিঝিল, ঢাকা।
১৩. সভাপতি, ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, গুলশান, ঢাকা।
১৪. অধ্যাপক মো: নোমান উর রশীদ, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৫. ড. মো: আখতারুজ্জামান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬. অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
১৭. অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৮. অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
১৯. অধ্যক্ষ, ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।
২০. অধ্যক্ষ, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম।
২১. অধ্যক্ষ, ভাগনাহাতি কামিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর।
২২. প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সদস্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।

জনবল সৃষ্টি ও পদায়ন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য রাজস্ব খাতে ৭৪টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ০৫/১১/১২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এর আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৩/০১/১৩ তারিখের পত্রে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ৪৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করে। এর ধারাবাহিকতায় ২৩/০১/১৩ তারিখে উক্ত ৪৪টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি চাওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ৩১/০৩/১৩ তারিখের পত্রে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য শর্ত সাপেক্ষে রাজস্ব খাতে ৩২টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃষ্টিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে ১৪/০৫/১৩ তারিখে উক্ত ৩২টি পদের বেতন স্কেল যাচাই/ভেটিং শেষ হয়। ১২/৮/২০১৩ তারিখে জনপ্রশাসন সংক্রান্ত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০তম সভায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উক্ত ৩২টি পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২টি পদের জিও (অফিস আদেশ) জারী করা হয়েছে, যা অর্থবিভাগ থেকে পৃষ্ঠাংকন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ গেজেটে (জুন ২৬, ২০১৪) প্রকাশিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মকর্তাদের নাম	পদবি	কার্যকাল	টেলিফোন/সেল/ই-মেইল
মো: নূরুল আমিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	১৩ মার্চ ২০১৪ হতে বর্তমান	৫৫০০০৪২৩ (অ), ৮১৯১০১৯ (ফ্যাক্স) ০১৫৫৬-৩০৭৯৩৬ md_pmedutrust@yahoo.com
মো: শাহাদাত হোসেন মজুমদার	পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	২৫ নভেম্বর ২০১৫ হতে বর্তমান	৫৫০০০৪২৬ (অ), ৯১২৪৫৫৫ (বা) ০১৭১১৫৪৭০৬৪ smozumder384@gmail.com
মো: আবুল ইসলাম	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে বর্তমান	৫৫০০০৪২৫ (অ), ৯৬১২৫৮৮ (বা) ০১৭১৬২০৫০১৯ abulislam69@yahoo.com
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ	সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে বর্তমান	৯১২২৭৩২ (অ), ৯৩৫৪৯৮৫ (বা) ০১৭১১১৪৮৫৮৮ shohag_bcs22@yahoo.com
ড. মুহম্মদ মনিরুল হক	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৮ অক্টোবর ২০১৫ হতে বর্তমান	৯১২২৫২৪ (অ) ০১৯১১৫৭৪৩২২ mmh.pmeat@gmail.com
রেজওয়ানা আক্তার জাহান	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৮ জানুয়ারি ২০১৭ হতে বর্তমান	৫৫০০০৪২৭ (অ) ০১৭১১৭৮২৬২২ rezoana5@yahoo.com
ব্রেনজন চাম্বুগং	সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি)	২৪ জুলাই ২০১৭ হতে বর্তমান	৫৫০০০৪২৮ (অ) ০১৭১৬৭০৯৩১৮ bchambugong@gmail.com
অসীম কুমার পাল	সহকারী প্রোগ্রামার	১৬ জুলাই ২০১৫ হতে বর্তমান	০১৭২৪৫৯৬৬৭৬ asim.cse08.hstu@gmail.com
রকিবুল হাসান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	২৪ আগস্ট ২০১৫ হতে বর্তমান	০১৯২৫৩২০২৪৫ rokibba@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্গানোগ্রাম

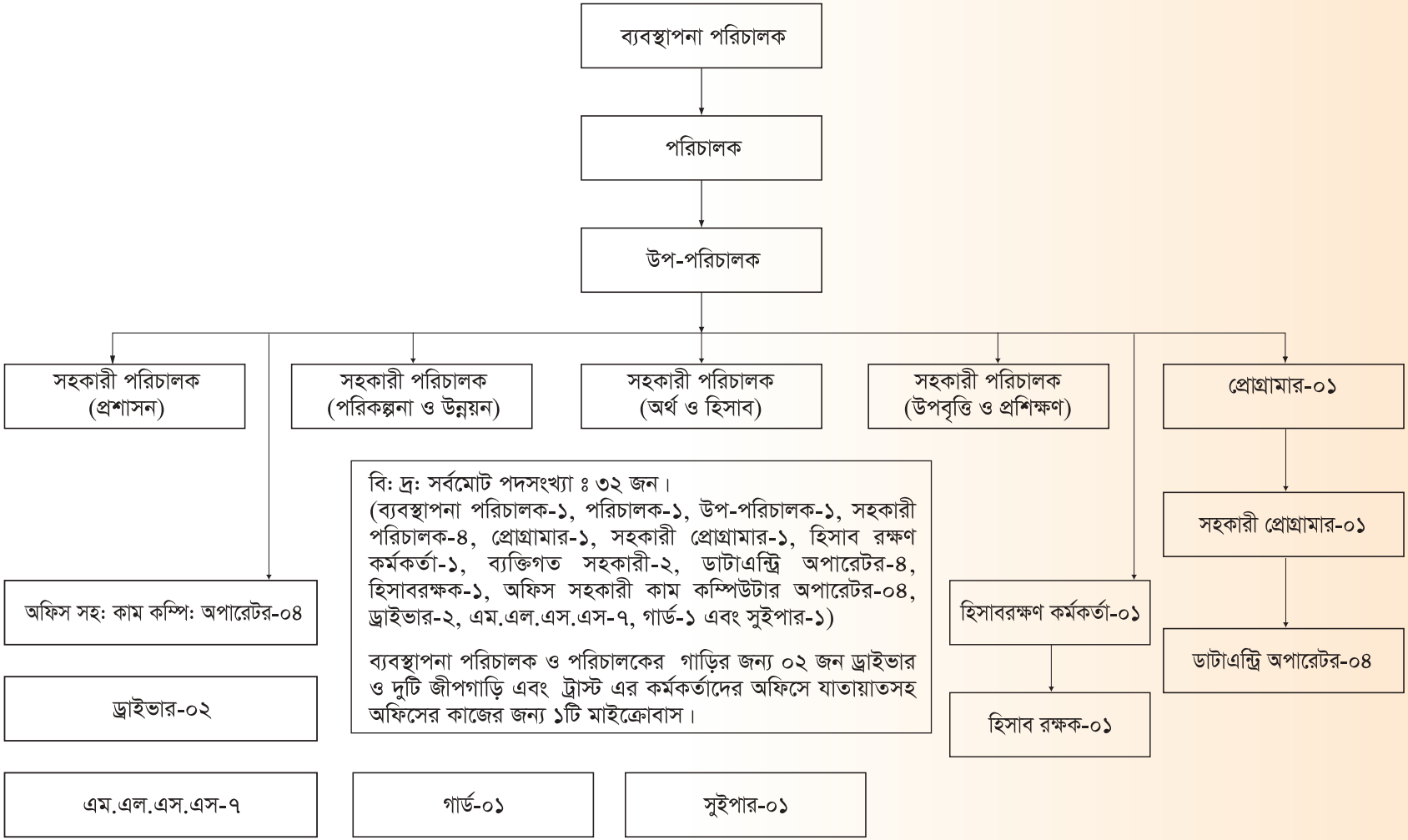

অনুমোদিত জনবল

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ১টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৩টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ৯টি পদসহ মোট ৩২টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। যথাযথ নিয়োগ কমিটি এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ৩য় শ্রেণির ০৯ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০৯ জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মচারীগণ যোগদান করেছেন।

অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূণ্যপদের সংখ্যা	সংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা (১০%)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১	০	০০
পরিচালক	১	১	০	০০
উপ-পরিচালক	১	১	০	০০
সহকারী পরিচালক	৪	৪	০	০০
প্রোগ্রামার	১	০	১	০০
সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	০	০০
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	০০
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	৩	১	০১
ব্যক্তিগত সহকারী	২	১	১	০০
হিসাব রক্ষক	১	০	১	০০
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪	৩৪	০	০০
ড্রাইভার	২	১	১	০১
এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	৭	৭	০	০০
গার্ড	১	১	০	০০
সুইপার (ক্লিনার)	১	১	০	০০
মোট পদের সংখ্যা	**৩২**	**২৭**	**৫**	**০২**

ট্রাস্ট এর কার্যাবলি

ক. ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক/সমমান পর্যন্ত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান;

খ. ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ;

গ. সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে কমিটি গঠন;

ঘ. উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ;

ঙ. ট্রাস্ট এর সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ;

চ. বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং এতদ্‌বিষয়ে কারিগরি কমিটি গঠন;

ছ. ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ট্রাস্ট ফান্ড গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন;

জ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্তকরণ;

ঝ. শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি/বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্ত করা;

ঞ. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিকরণ;

চ. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. বা পি.এইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান।

উপদেষ্টা পরিষদের সভা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ২০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের ৩য় সভা এবং ২৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের প্রত্যেকটি সভায় সদস্যসহ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: ২৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের ৪র্থ সভা

ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা

মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ২ মে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভা। ১১ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত সভায় সভাপতিত্বে করেন। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১২ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্টি বোর্ড এর তৃতীয় সভা। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ড এর চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ট্রাস্টি বোর্ড এর ৫ম এবং ৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ট্রাস্টি বোর্ড এর ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

চিত্র: ৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এর ৬ষ্ঠ সভা

উপবৃত্তি কার্যক্রম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সামঞ্জস্য রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তার, উপবৃত্তি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে যা শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১৫ জন ছাত্রীকে সরাসারি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ২৬ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১,৬৩,০৭৯ জন (ছাত্র ১৪,৬৭৭ জন এবং ছাত্রী ১,৪৮,৪০২ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। একই দিনে একযোগে সারাদেশে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের মাঝে চেক প্রদান করেন

উপবৃত্তি বিতরণ

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১৫ জন ছাত্রীকে সরাসারি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১৪,৬৭৭ জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ জন ছাত্রীসহ মোট ১,৬৩,০৭৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তি প্রদান করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির অর্থের চেক প্রদান করেন

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের প্রায় মোট ২,০৮,৮৮৬ জন (ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬ জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১৩,৬১,৩৩,৫৬০.০০ (একশত তের কোটি একষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২৩ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

চিত্র: ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৪৭,৮৩৩ জন (ছাত্রী ১,৩৩,৩২৬ ছাত্র ৬১১১৯ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৪,২৪,৩২,৯৮০.০০ (একশত চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. মোবাইল একাউন্ট 'রকেট' এর মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে একযুগে উপবৃত্তি বিতরণ করেন।

১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অনুষ্ঠিত উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যরাখছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপবৃত্তির চেক হস্তান্তর

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রদানকৃত মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তির তথ্যসম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রদানকৃত বৃত্তি, মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তির তথ্যসংবলিত পুস্তিকা (Brochure) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত সাতাত্তর জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই হাজার চারশত ছেষট্টি কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ এক হাজার একশত আটাশ টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

এক নজরে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রদানকৃত মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও উপবৃত্তির তথ্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর		ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থীর অর্থ (টাকায়)	মোট বিতরণকৃত
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৫,৮৮,২০৭	৩০,৭৫,৩২৩	৪৬,৬৩,৫৩০	৯৬৬,৭১,৫৫,৫৪৩
	কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ	৭২,১১৬	২৪,১০৭	৯৬,২২৩	১১৬,৮২,৮২,৮০০
মোট		**১৪,৯৪,৫০৩**	**২৯,৩৩,৬১০**	**৪৪,২৮,১১৩**	**১০৮৩,৫৪,৩৮,৩৪৩**
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		৫৫,৩৬,৯০৪	৫৯,৯৫,০৬৩	১,১৫,৩১,৯৬৭	১১৮৩,৬০,৩২,৮২৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		৩৪,৮০০	২৫,২০০	৬০,০০০	৪১,৭৭,০০০০০
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়		৫,৭১৩	৭,৩৯৭	১৩,১১০	৫,১১,৪৫,০০
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট		৬৮,৯৭১	২,১১,৯৭৬	২,৮০,৯৫২	১৫২,৪২,৮৪,৯৬০
সর্বমোট		**৭৩,০৬,৭১১**	**৯৩,৩৯,০৬৬**	**১,৬৬,৪৫,৭৭৭**	**২৪৬৬,৪৬,০১,১২৮**

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন অনুদান প্রদান করে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আর্থিক সহযোগিতা বাবদ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে মোট ৯১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২,১১,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়।

গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তাট্রাস্ট হতে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,০৫,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যঘাত ঘটবেনা তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে।

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

যথাযথ নিয়োগ কমিটি এর মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ১ জন হিসাবরক্ষক, ২ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ১ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মচারীগণ যোগদান করেছেন। যথাযথ নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে ১ম শ্রেণির একজন সহকারী প্রোগ্রামার এবং ২য় শ্রেণির একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা যোগদান করেছেন। প্রোগ্রামার পদে যোগ্য কর্মকর্তা পাওয়া না যাওয়ায় নিয়োগ করা যায়নি।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

২৩, ২৪ ও ২৫ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর নিয়োগপ্রাপ্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাস্ট এর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষাসচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন। উপস্থিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: নূরুল আমিন (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত পোস্টার প্রকাশ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ তথা নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণীসম্বলিত পাঁচ রকমের ১০ (দশ) হাজার পোস্টার ছাপানো হয়েছে এবং সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত পোস্টার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন

ট্রাস্ট তহবিল সংগ্রহ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে ৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহ বিষয়ক সভা। মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ট্রাস্ট এর অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রতিনিধিগণ ট্রাস্ট এর তহবিল বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহ বিষয়ক সভা

১৫ মে, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য চেক হস্তান্তর করেন ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ট্রাস্ট এর জন্য তহবিল সংগ্রহ

দেশের শীষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর তহবিলে অর্থ প্রদানের জন্য চেক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ এর চতুর্থ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৫ মে, ২০১৭ তারিখে ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীগণের নিকট থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবনে যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম:	অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ	চেক/পে-অর্ডার নং ও তারিখ	রশিদ নং ও তারিখ
১.	এ বি ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	১৯১২০৮১; ০৩-৫-২০১৭	০১/০৪; ১৫-৫-২০১৭
২.	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	৩০১৪৭৭২; ০৩-৫-২০১৭	০১/০৫; ১৫-৫-২০১৭
৩.	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	২১১০৮৫১; ০৪-৫-২০১৭	০১/০৬; ১৫-৫-২০১৭
		১,০০,০০,০০০/-	২১১০৮৫২; ০৪-৫-২০১৭	০১/০৬; ১৫-৫-২০১৭
৪.	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	৯০৩৩১৭; ০৯-৫-২০১৭	০১/০৭; ১৫-৫-২০১৭
৫.	সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	২২০৫২২৩; ১৪-৫-২০১৭	০১/০৮; ১৫-৫-২০১৭
৬.	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	০৭৪৪৩৮৯; ০৩-৫-২০১৭	০১/০৯; ১৫-৫-২০১৭
৭.	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	২,৫০,০০,০০০/-	২০১৮১৩৮; ১৪-৫-২০১৭	০১/১০; ১৫-৫-২০১৭
৮.	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	১৬২২৮৯১; ০৩-৫-২০১৭	০১/১১; ১৫-৫-২০১৭
৯.	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অফ বাংলাদেশ লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	১৪১৮৪৩৬; ১৫-৫-২০১৭	০১/১২; ১৫-৫-২০১৭
১০.	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইস: ব্যাংক লিমিটেড	২,৫০,০০,০০০/-	১৩০৮৫৩২; ০৪-৫-২০১৭	০১/১৩; ১৫-৫-২০১৭
১১.	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	১২১৫৭০১; ১১-৫-২০১৭	০১/১৪; ১৫-৫-২০১৭
১২.	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০০২০০৪৪; ১৪-৫-২০১৭	০১/২০; ১৫-৫-২০১৭
১৩.	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	০৫৭৮৭৪০; ০৪-৫-২০১৭	০১/২১; ১৫-৫-২০১৭
১৪.	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	১১৮২২২৬; ০৭-৫-২০১৭	০১/২৪; ১৫-৫-২০১৭
১৫.	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	৬৮৬১৪৩২; ০৩-৫-২০১৭	০২/২৫; ১৫-৫-২০১৭
১৬.	ইউসিবি ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	৪০০১০৮৩; ০৪-৫-২০১৭	০২/২৬; ১৫-৫-২০১৭
১৭.	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০১০৬৬৫৫; ০৩-৫-২০১৭	০২/২৭; ১৫-৫-২০১৭
১৮.	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	১০০৮৯৯৭; ১৪-৫-২০১৭	০২/২৮; ১৫-৫-২০১৭
১৯.	দ্যা ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০১১১৬৬১; ১৪-৫-২০১৭	০২/২৯; ১৫-৫-২০১৭
২০.	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	১৩১৬৫২৬; ১৪-৫-২০১৭	০২/৩০; ১৫-৫-২০১৭
২১.	সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	২০৩৬২৮৯; ১৫-৫-২০১৭	০২/৩১; ১৫-৫-২০১৭
২২.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	১৬২০২৯৬; ০৩-৫-২০১৭	০২/৩২; ১৫-৫-২০১৭
২৩.	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১,২৫,০০,০০০/-	১৩৯৫৮৯৩; ১১-৫-২০১৭	০২/৩৩; ১৫-৫-২০১৭
২৪.	এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০০৩৬৮৫৮; ০৯-৫-২০১৭	০২/৩৪; ১৫-৫-২০১৭

২৪.	এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০০৩৬৮৫৮; ০৯-৫-২০১৭	০২/৩৪; ১৫-৫-২০১৭
২৫.	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	২৫৯৮৫৩৩; ০২-৫-২০১৭	০২/৩৭; ১৫-৫-২০১৭
২৬.	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	২,৫০,০০,০০০/-	১৯৫৫১২৬; ০২-৫-২০১৭	০২/৩৮; ১৫-৫-২০১৭
২৭.	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০০৫২৭৫১; ১৪-৫-২০১৭	০২/৩৯; ১৫-৫-২০১৭
২৮.	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০০৩০০৫৪; ০৩-৫-২০১৭	০২/৪০; ১৫-৫-২০১৭
২৯.	নিটা কোম্পানি লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ৮১৩৯৯৯২; ১৭-৫-২০১৭	০২/৪১; ১৫-৫-২০১৭
৩০.	নিটা কোম্পানি লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ৮১৩৯৯৯৩; ১৭-৫-২০১৭	০২/৪২; ১৫-৫-২০১৭
৩১.	বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ	২,০০,০০,০০০/-	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ১৯০৯৩৪৮; ১৫-৫-২০১৭	০২/৪৩; ১৫-৫-২০১৭
৩২.	বিজিএমইএ	২,০০,০০,০০০/-	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৪৯৩৬৮১১; ১৪-৫-২০১৭	০২/৪৪; ১৫-৫-২০১৭
৩৩.	আমান সিমেন্ট মিলস লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ৯৮০১৪৬৮; ১৫-৫-২০১৭	০২/৪৫; ১৫-৫-২০১৭
৩৪.	আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ	১,০০,০০,০০০/-	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৬৬১৪২০৪; ১৪-৫-২০১৭	০২/৪৬; ১৫-৫-২০১৭
		১,০০,০০,০০০/-	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৬৬১৪২২৮; ১৫-৫-২০১৭	
৩৫.	রিহ্যাব	২,০০,০০,০০০/-	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৬৪৬৩৫৯৬; ১১-৫-২০১৭	০২/৪৭; ১৫-৫-২০১৭
৩৬.	আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ	১,০০,০০,০০০/-	সিটি ব্যাংক লিমিটেড ৯৫২০৪৭৪; ১৫-৫-২০১৭	০২/৪৮; ১৫-৫-২০১৭
৩৭.	বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লি.	১,০০,০০,০০০/-	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৭৫৩৫৮৩; ১৬-৫-২০১৭	০২/৪৯; ১৫-৫-২০১৭
৩৮.	ইউনিক গ্রুপ	১,০০,০০,০০০/-	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ২৫৩১৬৩৮; ১৫-৫-২০১৭	০২/৫০; ১৫-৫-২০১৭
		১,০০,০০,০০০/-	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ২৫৩১৬৩৯; ১৫-৫-২০১৭	
৩৯.	ক্রাউন সিমেন্ট	১,০০,০০,০০০/-	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ১৫৫৫৩৮৫; ১৫-৫-২০১৭	০৩/৫১; ১৫-৫-২০১৭
৪০.	দেশ এনার্জি লি.	১,০০,০০,০০০/-	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ০৯৬৮১৯৮; ১৫-৫-২০১৭	০৩/৫২; ১৫-৫-২০১৭
৪১.	কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	২,০০,০০,০০০/-	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড ১৬১৯৬০৪; ১৫-৫-২০১৭	০৩/৫৩; ১৫-৫-২০১৭
৪২.	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	১,৫০,০০,০০০/-	২৫৫২৫১১;০৪-৫-২০১৭	০৩/৫৪; ১৫-৫-২০১৭
৪৩.	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	২,৫০,০০,০০০/-	২৪২৮৯৬৫; ০৪-৫-২০১৭	০৩/৫৫; ১৫-৫-২০১৭
৪৪.	এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০২৩৮৮৭৯; ০৭-৫-২০১৭	০৩/৫৬; ১৫-৫-২০১৭
৪৫.	এন.আর.বি. গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০,০০০/-	০৩৯৯৮০২; ০৪-৫-২০১৭	০৩/৫৭; ১৫-৫-২০১৭
৪৬.	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	০৯৭৬২১০; ১১-৫-২০১৭	০৩/৫৮; ১৫-৫-২০১৭
৪৭.	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১,০০,০০,০০০/-	৬৪৯৫৭৪১; ১৪-৫-২০১৭	০৩/৫৯; ১৫-৫-২০১৭
৪৮.	এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড	২,০০,০০,০০০/-	১৬৪৬৪১৯; ০৪-৫-২০১৭	০৩/৬০; ১৫-৫-২০১৭
৪৯.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১০,০০,০০,০০০/-	০৯২১৫৭৫; ১৬-৫-২০১৭	০৩/৬১; ১৭-৫-২০১৭
৫০.	মেঘনা ব্যাংক লি.	৫০,০০,০০০/-	০০৩৬০৭৭; ০২-৪-২০১৭	০৩/৬২; ০৪-৬-২০১৭
৫১.	ব্যাংক এশিয়া	১,০০,০০,০০০/-	২২২৯৫৯৪; ০৯-৮-২০১৭	০৩/৬৩; ১০-৮-২০১৭
৫২.	এনআরবিসি ব্যাংক	২,০০,০০,০০০/-	০২৩৮১৮৮; ১৬-৮-২০১৭	০৩/৬৪; ২৩-৮-২০১৭
	সর্বমোট:	**৮২,২৫,০০,০০০/-**	**৫৫ টি চেক/পে-অর্ডার**	

প্রাপ্ত ৮২,২৫,০০,০০০/- (বিরাশি কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকার ৫৫ টি চেক/পে-অর্ডার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ০২০০০০১৫৫৬৭১৬, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জাতীয় প্রেসকাব শাখা, ঢাকায় জমা প্রদান করে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত টাকা এফ.ডি.আর. করা হয়েছে।

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৫ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৭.৩০ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। তারপর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সভা কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার সভাপতি ও ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন প্রদত্ত বক্তব্য

আজ ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করছি। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না আর বাংলাদেশ না হলে আমি অতিরিক্ত সচিব হতে পারতাম না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী। তিনি যাদের সাথে লেখাপড়া করতেন তাদের কেউ অভাবে পড়লে তিনি কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। কারো শার্ট না থাকলে নিজের গায়ের শার্ট দিয়ে দিতেন, ছাতা না থাকলে বৃষ্টিতে ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি ঐ সময়ে টুঙ্গিপাড়ায় দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে বঙ্গবন্ধু মুজিব তাঁর বাবার গোলার ধান দিয়ে গরিবদের সাহায্য করেছেন। তিনি যখন গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্কুল পরিদর্শনে আসেন। তিনি তখন কয়েকজন ছাত্র নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে স্কুলের ছাদ মেরামত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী তার সাহসে মুগ্ধ হয়ে ছাদ মেরামতের জন্য ১২০০ টাকা প্রদান করেন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলরত অবস্থায় ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ১৫ মার্চ সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে কারাগার থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু অনশন করেন। জনপ্রিয়তা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এ সময়ে তিনি সারা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে ৬ দফার পক্ষে জনমত গঠন করেন। এ কারণে বার বার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে।

১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় তৎকালীন ডাকসুর ভিপি জনাব তোফায়েল আহমেদ তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ১৬৯ আসনের বিপরীতে ১৬৭ আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। ইয়াহিয়া খান ষড়যন্ত্র করে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ সংসদ অধিবেশন স্থগিত করলে বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সারাবাংলার মানুষ অসহযোগ আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিকাল ৩ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর এ ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম ভাষণ। সেদিন তিনি বলেন, এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। মূলত ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক নির্দেশনা ।

২৫ মার্চ কালরাত্রির শেষে, ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এর পূর্বে ওয়ারলেস এর মাধ্যমে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ২৬ মার্চ দুপুর থেকে বার বার প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুর আহবানে কৃষক লাঙ্গল রেখে, ছাত্র কলম রেখে, শ্রমিক হাতুড়ি রেখে, যুবক যুবতি স্ত্রী রেখে মুক্তিযুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, ২ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারান।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে আসেন। যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশের উন্নয়নের কাজে তিনি উঠেপড়ে লাগেন। ১৯৭২ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে জমি দান করেন। সোনার বাংলা গড়তে তিনি নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন সেনাবাহিনীর কিছু উচ্ছৃঙ্খল সদস্য তাকে স্বপরিবারে হত্যা করে। এ হত্যার বিচার বন্ধ করার জন্য ১৯৭৬ সালে খন্দকার মোশতাক ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালে ঢাকা জেলা দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ১৯ জনের মধ্যে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ২০০১ সালে মাননীয় তৃতীয় বিচারপ্রতি ১২ আসামীর ফাসির আদেশ বহাল রাখেন। ২০০৯ সালে চূড়ান্ত রায়ে ১২ জন আসামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে কারাবিন্দ ৫ আসামীর ফাসি কার্যকর হয়। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। যার ফলে আজ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে। সারাবিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল আজ বাংলাদেশ। তাই কবির ভাষায় বলি–

যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

ট্রাস্ট এর তহবিল

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর স্থায়ী তহবিল হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার এফ.ডি.আর. এর বিপরীতে বর্তমানে ১১৭৫,০০০০০০০.০০ (এক হাজার একশত পঁচাত্তর কোটি) সরকারি তফসিলি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. হিসেবে আছে।

ট্রাস্ট এর স্থায়ী তহবিলের বিবরণ

২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ী হিসাব থেকে প্রাপ্ত টাকার হিসাব নিম্নরূপ:

- ❑ ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ ১০৪.১৬ কোটি টাকা;
- ❑ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এফ.ডি.আর হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ ২৩.১২ কোটি টাকা;
- ❑ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এফ.ডি.আর ও সঞ্চয়ী হিসাব হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ ১২৯.৯৭ কোটি টাকা
- ❑ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এফ.ডি.আর ও সঞ্চয়ী হিসাব হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ ১১৭.৩৮ কোটি টাকা
- ❑ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এফ.ডি.আর ও সঞ্চয়ী হিসাব হতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ ৮৯,৬৩,২১,৪২৪.৯৩ টাকা

ট্রাস্ট এর মোট স্থিতি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' এর নামে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড জাতীয় প্রেসক্লাব শাখা, ঢাকায় সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২০০০০১৫৫৬৭১৬ সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মহোদয়ের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে। ট্রাস্ট এর এফ.ডি.আর এবং টাকার পরিমাণ ১১৭৫,০০,০০,০০০.০০ টাকা। ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসেবে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ ৬,৮৯,০০,৭৪২.১৭ কোটি টাকা। বর্ণিত অবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর এফ.ডি.আর. এবং ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসেবে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ ১১৮১,৮৯,০০,৭৪২.১৭ টাকা।

ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি বাবদ খরচ/ব্যয় বিবরণ

- ❑ ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এফ.ডি.আর. হতে উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় ৭২,৯৫,৩২,২০০ টাকা।
- ❑ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এফ.ডি.আর. হতে উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ টাকা।
- ❑ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এফ.ডি.আর. হতে উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় ১১২,৩১,৭৯,৭৮০ টাকা।
- ❑ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এফ.ডি.আর. হতে উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় ১৩৪,২৪,৩২,৯৮০ টাকা।

এক নজরে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ট্রাস্ট এর আয় ও ব্যয়ের হিসাব

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ ২০১১-২০১২ অর্থবছরে অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সিডমানি হিসাবে প্রাপ্ত ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকার বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ থেকে উপবৃত্তি প্রদান, কর্মশালা আয়োজন, আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য খাতে ব্যয়কৃত টাকার হিসাব নিম্নরূপ:

অর্থবছর	প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ (টাকায়)	খরচকৃত টাকার পরিমাণ	উদ্বৃত (এফ.ডি.আর. হিসেবে আছে) (উপবৃত্তি, কর্মশালা ও বিবিধ)
২০১২-২০১৩	১০৪,১৬,৬৬,৬৬৬.৩২	৭২,৯৫,৩২,২০০.০০	৩১,২১,৩৪,৪৬৬.৩২
২০১৩-২০১৪	২৩,১২,৫৭,৬২১.২৩	০০.০০	২৩,১২,৫৭,৬২০.২৩
২০১৪-২০১৫	১২৯,৯৮,৪২,৪৬৯.৫৩	৯২,০৯,৫৩,৯৮০.০০	৩৭,৮৮,৮৮,৪৮৯.৫৩
২০১৫-২০১৬	১১৭,৩৮,৮৪,৯৫৩.৭৬	১১৩,৯৬,১১,০৬০.০০	৩,৪২,৭৩,৮৯৩.৭৬
২০১৬-২০১৭	১৭০,১৭,৭৮,২০৫.৯৩	১৩৪,২৪,৭৫,৪৬০.০০	৩৫,৯৩,০২,৭৪৫.৯৩
সর্বমোট:	৫৪৪,৮৪,২৯,৯১৬.৭৭	৪১৩,২৫,৭২,৭০০.০০	১৩১,৫৮,৫৭,২১৫.৭৭

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট থেকে ব্যয় ও অবশিষ্ট টাকার হিসাব বিবরণী

অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট ৩-২৫০৫-৪৭২০-প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর অনুকুলে-৫৯০১-এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সর্বমোট বরাদ্দকৃত, খরচকৃত ও অব্যয়িত অর্থের হিসাবঃ

কোড	খাতের বিবরণ	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	খরচকৃত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	৫০০০০০০.০০	৫২৫২৯৯৬.০০	-২৫২৯৯৬.০০
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৩০০০০০০.০০	২৮৪৮৫৭৫.০০	১৫১৪২৫.০০
৪৭০৫	বাড়িভাড়া ভাতা	৪০০০০০০.০০	৩০৫৭৪০০	৯৪২৬০০.০০
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	২০০০০০.০০	১১৭৮৬০.০০	৮২১৪০.০০
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	১৮০০০০০০.০০	১১৪৬৩৩০.০০	৬৫৩৬৭০.০০
৪৭১৪	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৫০০০০০.০০	১১৭৭৪৩.০০	৩৮২২৫৭.০০
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৫০০০০০.০০	২৬৪৮২২.০০	২৩৫১৭৮.০০
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৫০০০০.০০	০০.০০	৫০০০০.০০
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা	৫০০০০.০০	১৮০০০.০০	৩২০০০.০০
৪৭৩৭	দায়িত্বভার ভাতা	৫০০০০.০০	০০.০০	৫০০০০.০০
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	১০০০০০.০০	১৪৭০৯.০০	৮৫২৯১.০০
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	১০০০০০.০০	২২০৬৫.০০	৭৭৯৩৫.০০
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	২০০০০০.০০	৫১৫০০.০০	১৪৮৫০০.০০
৪৭৯৪	মোবাইল ভাতা	১০০০০০.০০	১৯২০০.০০	৮০৮০০.০০
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	১৪০০০০০.০০	১০৮০০০০.০০	৩২০০০০.০০
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	৮০০০০০.০০	১৮৫৫৭৪.০০	৬১৪৪২৬.০০
৪৮০৫	ওভারটাইম	৫০০০০.০০	২৯৪৮৫.০০	২০৫১৫.০০
৪৮১৫	ডাক	২০০০০০.০০	৩০০০০.০০	১৭০০০০.০০
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	৩০০০০০.০০	১১২৩০৭.০০	১৮৭৬৯৩.০০
৪৮১৭	টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	২০০০০০.০০	৮৯৭০০.০০	১১০৩০০.০০
৪৮১৯	পানি	৫০০০০.০০	০০.০০	৫০০০০.০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	২০০০০০.০০	১৩৩৮২১.০০	৬৬১৭৯.০০
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	২০০০০০.০০	১১৪৬২৫.০০	৮৫৩৭৫.০০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১০০০০০.০০	১২৫০০.০০	৮৭৫০০.০০
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাধাঁই	৩০০০০০.০০	১৪১৩০২.০০	১৫৮৬৯৮.০০
৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	৬০০০০০.০০	১৯৭৯৩৬.৮৭	৪০২০৬৩.১৩
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	১০০০০০.০০	০০.০০	১০০০০০
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	২০০০০০.০০	৬৮৬৪.০০	১৯৩১৩৬.০০
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪০০০০০.০০	৭৩৬৮২.৭৫	৩২৬৩১৭.২৫
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২০০০০০.০০	৮৫০০০.০০	১১৫০০০.০০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০০০.০০	০০.০০	৫০০০০.০০
৪৮৮৩	সম্মানি ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	১০০০০০.০০	৬০০০.০০	৯৪০০০.০০
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৫০০০০০.০০	১৬৫৮৩৪.০০	৩৩৪১৬৬.০০
৪৮৮৯	অডিট/সমীক্ষা ফি	১০০০০০.০০	১২৪২২.০০	৮৭৫৭৮.০০
৪৮৯০	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২০০০০০.০০	১২৪৩৩.০০	১৮৭৫৬৭.০০
৪৮৯৫	কমিটি/মিটিং/কমিশন	১০০০০০.০০	০০.০০	১০০০০০.০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৬০০০০০.০০	২৮৪৮১৭.০০	৩১৫১৮৩.০০
৪৯০১	মোটর যানবাহন	২০০০০০.০০	৩৮৬৯৭.০০	১৬১৩০৩.০০
৪৯০৬	আসবাবপত্র	২০০০০০.০০	০০.০০	২০০০০০.০০
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২০০০০০.০০	৪৯২৬০.০০	৪৫০৭৪০.০০
৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	২০০০০০.০০	১৪৫৯৩.০০	১৮৫৪০৭.০০
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৩০০০০০.০০	২৫৭৫.০০	২৯৭৪২৫.০০
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	৩০০০০০.০০	১২৫৯৭৫.০০	১৭৪০২৫.০০
৬৮২১	আসবাবপত্র	৩০০০০০.০০	৩০০৯৭২.০০	-৯৭২.০০
৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	২০০০০০.০০	০০.০০	২০০০০০.০০
৭৪০১	গহ নির্মাণ অগ্রিম	২০০০০০.০০	০০.০০	২০০০০০.০০
৭৪০৩	কম্পিউটার অগ্রিম	১০০০০০.০০	০০.০০	১০০০০০.০০
৭৪১১	মোটর গাড়ী অগ্রিম	১০০০০০.০০	০০.০০	১০০০০০.০০
৭৪২১	মোটর সাইকেল অগ্রিম	১০০০০০.০০	০০.০০	১০০০০০.০০
	সর্বমোট :	**২,৫০,০০,০০০.০০** (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা	**১,৬২,৩৭,৫৭৫.৬২** (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর টাকা বাষট্টি পয়সা)	**৮৭,৬২,৪২৪.৩৮** (সাতাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশত চব্বিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা)

কর্মশালা ও সচিত্র প্রতিবেদন

"নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালার আলোকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সমন্বিত সুপারিশমালা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ নারী। নারীর সক্রিয় পদচারণায় মুখর কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, রাজনীতি, ব্যবসাসহ সব শ্রেণি-পেশা। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অগ্রগতিতে নারীর রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারীদের অবদান আরো সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে "নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা জেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালা জেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কর্মশালায় ৩ জন গবেষণাব্যক্তিত্ব তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সংবাদকর্মী, এন.জি.ও কর্মকর্তা তাদের মতামত পেশ করেছেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি কর্মশালার গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে। প্রত্যেকটি কর্মশালায় ৬টি গ্রুপভিত্তিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব মতামত লিখিত ও মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতামত ও সুপারিশসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। "নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর মতামত ও সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র: ১৯ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

চিত্র: ১৯ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে অনষ্ঠিত "নারী শিক্ষা অব্যাহত ও নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার বিষয়ে করণীয়" কর্মশালায় একজন নারী শিক্ষার্থী কথা বলছেন

নারী শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে করণীয়

১. নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা যেতে পারে;
২. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঝরে পড়া ছাত্রীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনা যেতে পারে;
৩. নারী শিক্ষার বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি অধিক নজর দেয়া যেতে পারে;
৪. পাঠ্যসূচিতে যথাযথ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরা যেতে পারে।
৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীর রচিত লেখা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
৬. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের পুরো স্বাধীনতা থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সকল বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে;
৭. মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক (কারিগরি শিক্ষার) ইনস্টিটিউট আরও বাড়ানো যেতে পারে;
৮. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি এবং অধিক নারী হোস্টেলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৯. মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং বিভিন্ন পেশামূলক শিক্ষায় (যেমন- প্রকৌশলী, মেডিকেল, আইন, ব্যবসায় ইত্যাদি) উৎসাহিত করতে শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

১০. উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১১. শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

১২. যৌন হয়রানিমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে;

১৩. রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা যেতে পারে যেন মেয়েশিশু নারী না হয়ে মানুষ হিসেবে বিকশিত হতে পারে;

১৪. কমিউনিটি পর্যায়ে যুবসমাজসহ সমাজের সকল স্তরের পুরুষের অংশগ্রহণে জেন্ডার সমতা ও নারী অধিকার বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে;

১৫. ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনায় অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষা ক্যালেন্ডার তৈরি করা যেতে পারে;

১৬. নারীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম বর্ধিত করা যেতে পারে;

১৭. ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে না দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

১৮. মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে;

১৯. বাল্যবিবাহ নিরোধ ও পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

২০. বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে প্রত্যেক স্কুলে মাসে অন্তত একটি ক্যাম্পিং করা যেতে পারে;

২১. প্রতি মাসে অভিভাবক সমাবেশ করা যেতে পারে;

২২. জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান করার ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক অধিকতর যাচাই- বাছাই করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

২৩. বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজিদের সচেতন করা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যেতে পারে;

২৪. সকল শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত নিশ্চিত করতে ডিজিটাল অ্যাপ চালু করা যেতে পারে;

২৫. বিদ্যালয়ে টিফিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

২৬. বিদ্যালয়ের সময়সূচি অঞ্চলভিত্তিক নির্ধারণ করা যেতে পারে;

২৭. নারী শিক্ষা অব্যাহত রাখতে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যেতে পারে;

২৮. বছরের শুরুতে ছাত্রীদের বিনামূল্যে ড্রেস ও ব্যাগ বিতরণ করা যেতে পারে;

২৯. প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদানকৃত বৃত্তি দরিদ্র ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করা যেতে পারে;

৩০. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;

৩১. আঞ্চলিক সময় অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো যেতে পারে;

৩২. প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্রী কমনরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা যেতে পারে;

৩৩. শিক্ষা শেষে পেশার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে;

৩৪. স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক সমাবেশ করা যেতে পারে;

৩৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ্যাসেম্বলি কাসে উদ্বুদ্ধকরণমূলক বক্তব্য প্রদান করা যেতে পারে;

৩৬. নারীকে তার ইচ্ছানুযায়ী জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে উৎসাহিত করা যেতে পারে;

৩৭. নারীদের আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

৩৮. প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে কিশোরী দল/ক্লাব তৈরি করা যেতে পারে;

৩৯. নারীদের জন্য মহিলা হোস্টেল ও ডে কেয়ার সেন্টার নিশ্চিত করা যেতে পারে;

৪০. প্রতিটি স্কুলে একজন করে মহিলা ডাক্তারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে (পিএইচসি, বয়ঃসন্ধিকাল, কাউন্সেলিং, পুষ্টি);

৪১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা বাড়ানো যেতে পারে;

৪২. বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে;

৪৩. খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো যেতে পারে;
৪৪. নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মশালায় নারীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৪৫. মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সকল স্তর অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;;
৪৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে;
৪৭. সুলভমূল্যে শিক্ষা উপকরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৪৮. নারী শিক্ষার সুফল জাতীয় ও সামাজিকভাবে প্রচার করা যেতে পারে;
৪৯. স্থানীয় ধণাঢ্য ব্যক্তিদের অনুদানের মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলে ফান্ড গঠন করে শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে;
৫০. নারী শিক্ষায় সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী বন্ধ করা যেতে পারে;
৫১. নারীদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি ও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে;
৫২. নারী শিক্ষার প্রসারে জাতীয় বাজেটে আলাদাভাবে নারী শিক্ষার জন্য অধিক বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করতে করণীয়

১. বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে;
২. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে;
৩. নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত মতায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে;
৪. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে;
৫. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে;
৬. নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা যেতে পারে;
৭. নারীসমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;
৮. নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা যেতে পারে;
৯. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে;
১০. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা যেতে পারে;
১১. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা যেতে পারে;
১২. নারীর স্বার্থে অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি করা এবং নারীর স্বার্থবিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা যেতে পারে;
১৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১৪. প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;
১৫. বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১৬. গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা যেতে পারে;
১৭. মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা যেতে পারে;
১৮. নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;
১৯. নারীদের কর্মক্ষেত্রে চাইল্ড ডে-কেয়ার সেন্টার এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
২০. নারীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথ সহজ করা যেতে পারে;
২১. নারীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে;

২২. সমিতি গঠন করে নারীদের একতাবদ্ধ করে শক্তিশালী মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা যেতে পারে;
২৩. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করার জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আরো প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে;
২৪. নারীর মেধা, যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা যেতে পারে;
২৫. ধর্মীয় কুসংস্কার রোধ করতে হবে এবং অল্প বয়সে নারীদের বিয়ে না দেয়ার জন্য পরিবারকে বিভিন্ন প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে;
২৬. বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের নেতৃত্বদানে উৎসাহিত করা যেতে পারে;
২৭. স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য বিশেষ বাজেট রাখা যেতে পারে;
২৮. নারীকে কারিগরি, প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে;
২৯. উপবৃত্তি ও সরকারের অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা সম্পর্কে নারীকে অবহিত করা যেতে পারে;
৩০. মহীয়সী নারীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা-সেমিনারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
৩১. কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে;
৩২. সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে পরিবার থেকে উদ্যোগ গ্রহণের কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে;
৩৩. নারীর অগ্রগতির মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে;
৩৪. মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ করা যেতে পারে;
৩৫. নারীবিষয়ক আইন সম্পর্কে সচেতন করা এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;
৩৬. পরিবারের পক্ষ থেকে নারীকে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে;
৩৭. নারীকে আত্মসচেতন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
৩৮. নারীর শিক্ষা নিয়ে অধিক গবেষণার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৩৯. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে;
৪০. সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করতে সভা সমাবেশের আয়োজন করা যেতে পারে;
৪১. যৌতুক নিরোধ আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বিভিন্ন চিত্র

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ট্রাস্টের পোস্টার তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

সরকার শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী

আমার কাগজ প্রতিবেদক

শিক্ষার জন্য নানা সুযোগ সৃষ্টির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একমাত্র শিক্ষাই পারে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে। রোববার নিজের কার্যালয়ে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের চতুর্থ সভায় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের সামনে বৈঠকের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সরকার শিক্ষাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।"

শেখ হাসিনা সভায় বঙ্গবন্ধুর শিক্ষানীতির কথা তুলে ধরে বলেন, তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছিলেন, নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সময়ে ৩৬ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ হয়েছিল। আর পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২৬ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের কথাও শেখ হাসিনা মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সময়ে মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেলেও যারা 'অবৈধভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত' করে রেখেছিল, তাদের সময়ে মানুষ 'অবহেলিত' ছিল।

প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিনামূল্যে বই বিতরণ, সরাসরি অভিভাবকদের হাতে বৃত্তি-উপবৃত্তি পৌঁছে দেওয়া, কম্পিউটারের শুল্ক ছাড়সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরে সভায় বলেন, তার সরকার শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। প্রত্যন্ত হাওর ও পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় আবাসিক স্কুল চালুর কার্যক্রমের কথাও প্রধানমন্ত্রী সভায় তুলে ধরেন। প্রেস সচিব বলেন, ২০১৫-২০১৬ বছরে সরকার ২ হাজার ৪৬৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকার মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তি দিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক আমার কাগজ, ২৪ এপ্রিল, ২০১৭

দৈনিক প্রথম আলো ১৩ জুলাই ২০১৭

প্রথম আলো

সংক্ষেপ

নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক চান শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, তাঁরা এখন গুণমানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি সৎ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ভালো মানুষ চান। এ জন্য নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক প্রয়োজন। গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে স্নাতক (পাস) ও সমমানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী অনলাইনের মাধ্যমে উপবৃত্তির ১৩৮ কোটি ৩৫ হাজার ৮৬০ টাকা বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ প্রমুখ।

● নিজস্ব প্রতিবেদক

দৈনিক যায়যায়দিন

বর্তমানে মানুষের বড় হাতিয়ার জ্ঞান-প্রযুক্তি-দক্ষতা : শিক্ষামন্ত্রী

দৈনিক করতোয়া

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলবে : মোঃ নূরুল আমিন

চাঁদপুর প্রতিদিন

রবিবার
০৫ জুন ২০১৬

ফরিদগঞ্জে বাল্যবিবাহ রোধ ও নারী শিক্ষার বিষয়ে মতবিনিময়

বাল্যবিবাহ রোধে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে

---অতিরিক্ত সচিব মোঃ নুরুল আমিন

চাঁদপুর বার্তা

THE DAILY CHANDPUR BARTA

ফরিদগঞ্জের গাজীপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে

পিতা-মাতা সন্তানের খোঁজ খবর রাখলে কোনো সন্তানই মাদকাসক্ত হতো না

---শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নুরুল আমিন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপবৃত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব : শিক্ষামন্ত্রী

এ.কে.এম মোহসেন উদ্দিন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে শুধু কেবল বৃত্তি কার্যক্রম নয়, নানা মুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যার মধ্যে বাল্যবিবাহ রোধ, গরিব অসহায় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, দুর্ঘটনায় পতিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ইত্যাদি নানা মুখী কার্যক্রম।

আর এই সব কার্যক্রমের ফলে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এই ট্রাস্টের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারলে অবশ্যই মেয়ে শিক্ষার্থীসহ ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব। উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি ৯ এপ্রিল বিকেল ৩ টায় প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্টের মিলনায়তনে ট্রাস্টের উপবৃত্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সমপন্ন করার জন্য বেসরকারী পর্যায় অর্থ সংগ্রহ করন শীর্ষক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে আরো বলেন জাতি সংঘের সদস্য ভুক্ত একশত টি রাষ্ট্রের যতজন শিক্ষার্থী আছে তার চেয়ে বেশী শিক্ষার্থী আজ আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে অধ্যয়নরত। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্টের

(২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের

সফল কার্যক্রমের ফলে । তাই এ মহতী উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনাদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন । ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি : সচিব) নুরুল আমিন সভার শুরুতে ট্রাস্টের কার্যক্রম সমক্ষে বলেন ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১,২৯,৮১০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত দশ জন) কে বৃত্তি বাবত প্রায় ২৭৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। যা ফান্ডের ১০০০ কোটি টাকার লাভ্যাংশ । গত তিন অর্থ বছরে মোট ২৭৭ কোটি টাকা (প্রায়) টাকা ৪৯,৮৩৫৯ জনকে বৃত্তি বাবত প্রদান করা হয়। বর্তমান অর্থ বছরে ২,৮০০,০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি বাবত দুই কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। বাংকের সিড মানির লাভ্যাংশ কমে যাওয়ায় এ টাকা ট্রাস্টের পক্ষে বহন করা সম্ভাব নয় বিধায় প্রদান মন্ত্রী নির্দেশ ক্রমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহনের নিমিতে আজকের এই সভা এবং আগামী ৩০ তারিখে ট্রাস্টের উপদেষ্টা মিটিং এ প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্তে আপনাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা টাকা প্রধান মন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পরেন সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত কামনা করছি। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) মোঃ সোহরাব হোসাইন , অমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহম্মদ মুসলিম, সাবেক সচিব।

ব্যাংক ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রূপালী বাংকের চেয়ার্ম্যান মঞ্জুর হোসেন শাহজালাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান জিন্নাত তৌদুল ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম , এন আর বি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ারি এবি ব্যাংকের এমবি মশিউর রহমান চৌধুরী ,এসিই গ্রুপের চেয়ারম্যান আনিসুর জামান ,নিটল গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল মতিন , বিকে এম, এ পক্ষে মঞ্জুর আহম্মেদ, মেঘন গ্রুপের উপদেষ্টা

অন্যন্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনালী ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার আতাউর রহমান , অগ্রানী ব্যাংকের জাবেত বখত, আল-আরাফা ব্যাংকের বদিউল রহমান , ব্রাক ব্যাংকের এস এন কেরী , ঢাকা ব্যাংকের সৈয়দ মাহবুর রহমান , ইসলামী ব্যাংকের হাবিবুর রহমান ভূইয়া, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের আজম খান , প্রাইম ব্যাংকের হাবিবুর রহমান । প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্টের পরিচালক (যগ্ম সচিব) শাহদাত হোসেন , সহকারী পরিচালাক আবুল ইসলাম, ড. মনিরুল হক , রোকছনা বেগম , রেজোয়ানা বেগম , আনোয়ার হোসেন সোহাগ , প্রমুখ।

সমকাল | সোমবার ২০ মার্চ ২০১৭ ৬ চৈত্র ১৪২৩

উচ্চশিক্ষায় উপবৃত্তি বন্ধ হবে না

শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ফাইল দেখছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.। উপস্থিত সচিব মো: সোহরাব হোসাইন ও ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো: নূরুল আমিন

৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এর ৬ষ্ঠ সভার একাংশ

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এর ৫ম সভার একাংশ

১৩ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ অনুষ্ঠিত
উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন সচিব মো: সোহরাব হোসাইন

কুমিল্লার কর্মশালার অংশগ্রহণকারী নারীদের একাংশ

উপবৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীর হাতে মোবাইল একাউন্টে পৌছানোর লক্ষ্যে ডাচবাংলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিপত্রের অনুষ্ঠান

নাটোরের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারীদের একাংশ

বগুড়ার কর্মশালায় গ্রুপ প্রেজেন্টেশন এর চিত্র

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. এর হাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি তুলে দিচ্ছেন
ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো.নূরুল আমিন

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম) এম.পি. এর হাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের
বার্ষিক প্রতিবেদেনের কপি তুলে দিচ্ছেন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. নূরুল আমিন

মাননীয় এম.পি. ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি দীপু মনি এর হাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি তুলে দিচ্ছেন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. নূরুল আমিন

টাঙ্গাইলের কর্মশালা

মানিকগঞ্জের কর্মশালা

ফরিদপুরের কর্মশালা

নারী শিক্ষা

শিক্ষা সুযোগ নয়, শিক্ষা একটি অধিকার

* নারী শিক্ষা বাল্যবিবাহ রোধ করে
* নারী শিক্ষা নারী নির্যাতন রোধ করে
* নারী শিক্ষা নারীর কর্মসংস্থানের সহায়তা করে
* নারী শিক্ষা পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সহায়তা করে
* নারী শিক্ষা বিবাহ বিচ্ছেদ রোধ করতে সহায়তা করে

তাই আসুন আমরা সবাই

নারী শিক্ষায়

সর্বাত্মক সহযোগিতা করি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাড়ী নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ওয়েবসাইট: www.pmedutrust.gov.bd